

বাংলাদেশের জন্য মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন শুরু করা যায় কিনা?

মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম*

সারকথা: অর্থনৈতিক মন্দাসহ নানারূপ বৈশ্বিক অভিঘাতের মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি বেশ কয়েক বছর ধরে আশানুরূপ সাফল্য দেখাচ্ছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ সাফল্যের সাথে অর্জনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথে যাত্রা শুরু করেছে। সম্প্রতি দেশ স্বল্পোন্নত অর্থনীতি হতে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে। এছাড়াও, বিভিন্ন অর্থনৈতিক নির্ণায়কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শুধুমাত্র মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে যদিও মুদ্রাস্ফীতি সাম্প্রতিক কালে কম উঠা-নামাসহ ৬ শতাংশের নিচে অর্থাৎ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে থাকে। টেকসই উন্নয়ন এবং মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্য সঠিকভাবে পূরণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনপূর্বক কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়নের কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে ইতিবাচক চিন্তা করতে পারে।

শেষ দুই দশক জুড়ে বিশ্বের কিছু কিছু উদীয়মান অর্থনীতির দেশসহ অনেক উন্নত দেশ মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন শুরু করেছে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি প্রণয়নের প্রাথমিক লক্ষ্য। আর মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে নীতি সুদের হার সমন্বয়ের মাধ্যমে পূর্বাভাসকৃত মুদ্রাস্ফীতিকে, মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রাখতে সক্ষম হয়। এই পদ্ধতির কিছু মৌলিকত্ব আছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যের দায়িত্বশীলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা আর্থিক লক্ষ্য যেমন দীর্ঘমেয়াদী মূল্য স্থিতিশীলতা এবং স্বল্পমেয়াদী কম মুদ্রাস্ফীতির সাথে আরো সম্পৃক্ততার মাধ্যমে মুদ্রানীতিকে অধিকতর ব্যবহারিক করে তুলতে পারে।

শুরুর দিকে শুধু উন্নত দেশগুলো মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য ভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন শুরু করেছিল, কিন্তু মূল্য স্থিতিশীলতায় অধিক কার্যকারী হওয়ায় উদীয়মান অর্থনীতি এবং উন্নয়নশীল দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে এটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। নিউজিল্যান্ড ১৯৯০ সালে প্রথম এই পদ্ধতিতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন শুরু করে এবং

* যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, E-mail: mmistatcu@gmail.com

পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে ব্যাংক অব কানাডা ও ইসরায়েল, তারপর ১৯৯২ সালে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড মুদ্রাস্ফীতিকে লক্ষ্য করে মুদ্রানীতি প্রণয়ন শুরু করে। একই ভাবে ১৯৯৮ সালে চেক রিপাবলিক ও কোরিয়া এবং ১৯৯৯ সালে ব্রাজিল, পোল্যান্ড ও কলাম্বিয়া এর প্রচলন শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং থাইল্যান্ড এই পদ্ধতিতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা আরম্ভ করে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারত ২০১৫ সালের শুরুর দিকে এর প্রচলন শুরু করে।

আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীনে, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বিস্তৃত বিনিয়োগ এবং সমন্বিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আর্থিক কাঠামোতে অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের পর্যাপ্ত স্থান রাখার মাধ্যমে মাঝামাঝি মুদ্রাস্ফীতির সাথে মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জনে কাজ করে থাকে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতির উপরে প্রবৃদ্ধিকে বেশী গুরুত্ব দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকে। তবে, বাংলাদেশের অর্থনীতি চাহিদা এবং সরবরাহ উভয় দিক হতে অনেক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্যের ক্রমাগত উঠানামা দেশীয় বাজারে সাধারণ মূল্য স্তরে অস্থিরতার প্রতিফলন ঘটচ্ছে। এছাড়াও, শিল্প খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবছর বেকার থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আউটপুট বৃদ্ধি এবং মূল্য স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে মুদ্রা সরবরাহ বা ব্রড মানির সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক লক্ষ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশের মুদ্রানীতির মধ্যবর্তী লক্ষ্য হল রিজার্ভ মানির সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধির দ্বারা মুদ্রা গুণক প্রভাবের মাধ্যমে ব্রড মানির সংশ্লেষণ করা, যেখানে রিজার্ভ মানির বৃদ্ধিকে একটি কার্যকরী লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়। রাজস্ব ঘাটতিতে সহায়তা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর সরকারের চাপের কারণে রিজার্ভ মানির আয়তন প্রায়ই তার লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। এর প্রেক্ষিতে কোন কোন ক্ষেত্রে বলা যায় দেশের মুদ্রানীতি এতটা কার্যকর নয়। দেশের সরকার এবং আর্থিক কর্তৃপক্ষকে অন্ততপক্ষে এই ক্ষেত্রে একমত হওয়া উচিত যা একই সময়ের মধ্যে মূল্য স্থিতিশীলতা, টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি জোরদার এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে পারে।

সম্প্রতি দেশের অর্থনীতিতে মূল্য স্থিতিশীলতা সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, শুধু মূল্য স্তরের পরিবর্তন ছাড়া সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য নিয়ামকসমূহ অনেক বেশী আশাবাদী চিত্র দেখাচ্ছে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট মুদ্রাস্ফীতি ৫ থেকে ৭ শতাংশ পরিসরে অস্থিরভাবে উঠানামা করছে, যেখানে মুদ্রাস্ফীতির অস্থির উঠানামার বিপরীতে অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনীতির নিয়ামকসমূহের অনেকটাই ঝুঁকিমুক্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রকৃত অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান বিস্তার এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়নের সুযোগ তৈরী করেছে। মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য, একটি নির্ভরযোগ্য পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে মুদ্রানীতির দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রতিফলন ঘটায় এবং যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে যেকোন আঘাতকে প্রতিহত করা যায়। মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য মূলত মুদ্রাস্ফীতির অভিঘাতগুলোর বিবেচনায় ঐক্যান্তিক মূল্য আন্দোলনকে প্রকাশ করে।

মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা জন্য মুদ্রানীতির বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টসমূহ ব্যবহারে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতাসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে, যার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের বাজেট ঘাটতি মেটানোর ন্যূনতম ঝুঁকিতে থাকবে। রাজস্ব ঘাটতিতে আর্থায়ন এই অর্থে খুবই বিপদজনক যে উচ্চ ঘাটতি উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি আনে, যা সুদের হার বাড়ায় এবং পরিশেষে অধিক ঋণ

পরিষেবা প্রদান করতে হয় বলে ঘাটতি আরো বেড়ে যায়। অধিকাংশ মন্তব্য থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক আধিপত্যের পরিহার প্রয়োজন।

বৃহৎ আকারের বাহ্যিক অভিঘাতসমূহের উপস্থিতি যাদেরকে বহিরাগত কর্তৃত্ব বলা হয়, যা অর্থনীতিকে আরো অস্থির করে তুলতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক দেশসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণ বিবেচ্য বিষয় যে এদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেকটাই খোলা থাকে এবং তুলনামূলক কম আর্থিক ঋণ থাকে। যদি রপ্তানির অর্জন আমদানির জন্য প্রদানের চেয়ে কম হয় তখন অর্থনীতি বহিরাগত অভিঘাত দ্বারা কম ঝুঁকিপূর্ণ। এইসব ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার পদ্ধতি পরিচালনা করা অনেক কষ্টকর। সে ক্ষেত্রে ভাসমান বিনিময় হার পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হওয়াটাই সর্বোত্তম বিকল্প। যাই হোক, কিছু ক্ষেত্রে, এই পছন্দ মূলক বাণিজ্য এবং মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা একত্রীকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্ধন অনুধাবনে ব্যর্থ হয়।

আরেকটি প্রধান বিষয় হলো যে, মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে একটি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা সার্বভৌম ও দক্ষ কর্মক্ষমতা নিয়ে কাজ করতে পারে। যদি আর্থিক খাত আর্থিক সংকট দ্বারা ঝুঁকির মধ্যে থাকে, তবে এটি স্বাধীন মুদ্রানীতি তৈরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করতে পারে। উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলি প্রায়ই অপরিপূর্ণ স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে থাকে এবং এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক কাঠামো কার্যকর করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিপূর্ণ আর্থিক বাজার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের আস্থার অভাবকে প্রভাবিত করে। শেয়ার বাজারে মূল্য সূচকের ত্রুটিগত উঠানামা অপেশাদার বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি উদীয়মান অর্থনীতিসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঘন ঘন ঘটে থাকে।

যাই হোক, মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক কাঠামোতে, নীতি ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে স্বল্পমেয়াদী নামমাত্র সুদের হার ব্যবহার করা জরুরি। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এমন একটি সুদের হার ঠিক করতে হবে, যা মূল্য এবং উৎপাদনশীলতার ভারসাম্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করতে পারে। স্বল্প মেয়াদী নামমাত্র সুদের হারকে সংশোধন, মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে নোঙরকৃত ভূমিকা পালন করে থাকে। অধিক মুদ্রাস্ফীতির চাপে আর্থিক কর্তৃপক্ষ যদি নামমাত্র সুদের হার অধিক হারে বাড়ায়, যা প্রকৃত সুদের হারকে বৃদ্ধি করবে, এইভাবে চাহিদা কমবে এবং অতঃপর মুদ্রাস্ফীতি কমবে। মূলত, অর্থনীতি যখন তার নিজস্ব বলয়ে চলে, তখন নামমাত্র সুদের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদা আপনি আপনি কমে যায়।

যদিও মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়নে যে সকল প্রয়োজনীয় সামর্থসমূহ থাকা দরকার তার সবগুলি বাংলাদেশ অর্থনীতিতে বিদ্যমান নাই, কিন্তু দেশের অর্থনীতিতে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে যার ফলে অর্থনীতি এই পদ্ধতিতে মুদ্রানীতি প্রণয়নের দিকে এগুতে পারে। উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অনেকটাই কঠিন, তবে অনেক ক্ষেত্রেই যেমন প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সন্তোষজনক স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। মুদ্রানীতিকে অধিক যুক্তিযুক্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনমত তার নীতি ইন্সট্রুমেন্টসমূহের স্বাধীন ব্যবহারের পর্যাণ্ড সুযোগ রয়েছে। কোন দেশের মুদ্রাস্ফীতি ধারাবাহিক ভাবে ৫ শতাংশের কাছাকাছি থাকলে, সেখানে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়নের উপযুক্ততা আছে বলে বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি পুরোপুরিভাবে ৫ শতাংশের কাছাকাছি নেই, তবে তা কম উঠানামাসহ বেশ কিছুদিন যাবত ৬ শতাংশের নিচে আছে।

বাস্তবতার নিরিখে এই অবস্থা এটা প্রকাশ করে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিভিন্ন প্রকৃত আর্থিক নিয়ামকসমূহের আশাপ্রদ আচরণের মাধ্যমে একটি প্রতিশ্রুতিশীল অবস্থানে রয়েছে।

২০০৩ সালের মে মাসে বাংলাদেশ মুক্ত-ভাসমান বৈদেশিক বিনিময় হার চালুর পর, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ কম অপ্রত্যাশিত বিনিময় হার প্রদর্শন করছে; এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দেশ মূলত পরিচালিত ভাসমান বিনিময় হার পদ্ধতি অনুশীলন করছে। মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি সম্পর্কে প্রথাগত ভাবে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, এটি বিনিময় হারের উচ্চতর পরিবর্তনশীলতাকে উদ্দীপিত করে, কারণ এই পদ্ধতি গার্হস্থ্য মুদ্রার মান স্থিতিশীল রাখতে বেশী মনোনিবেশ করে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারিকভাবে এর ভিন্নরূপ পাওয়া যায়। ভাসমান বিনিময় হার পরিচালিত কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রবর্তন পূর্বের তুলনায় বিনিময় হারের পরিবর্তনশীলতাকে কমিয়ে দিতে পারে।

মূল্য স্থিতিশীলতা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। বিশেষত, উন্নত বা শিল্পায়িত অর্থনীতিগুলো মুদ্রানীতির এই পদ্ধতির বেশ সুবিধা অর্জন করেছে, কিন্তু কিছু উন্নয়নশীল দেশ ছাড়া বাকীরা এই পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে নাই। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচ্য বিচক্ষণতার সঙ্গে মুদ্রানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করে থাকে। পর্যাপ্ত স্বাধীনতার অভাব তথা মুদ্রানীতির উপর আর্থিক আধিপত্যের কারণে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যদিও উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নাই। এ সব কিছু বাদে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতির প্রণয়নের বিষয়ে অনেক অনুকূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অনেক মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়নকারী দেশেও উপস্থিত নাই।

মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক কাঠামোর কিছু অসুবিধা আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই কাঠামোতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কোন সঠিক পদ্ধতি নেই, কারণ মুদ্রাস্ফীতি এবং নীতি ইন্সট্রুমেন্টসমূহের মধ্যে সর্বদা সময়ের পার্থক্য থেকে যায়। যার ফলে, অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি অংশিজনদের সঠিক বার্তা সরবরাহ করতে অক্ষম হয়। এই ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জবাবদিহিতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যার কারণে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের রাজস্ব কর্তৃত্ব থেকে বের হতে পারে না, কেননা এটি সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত রাজস্ব নীতি সরকারের রাজস্ব ঘাটতিকে অনেক বাড়িয়ে দেয়, যা মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামোর মধ্যেও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতিকে উদ্দীপিত করতে পারে। তাছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক পদ্ধতির কিছু সমালোচনা আছে যে, এটি নিম্নমুখী উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে কম প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়নের জনপ্রিয়তা আশ্চর্যজনকভাবে বাড়ছে।

সাম্প্রতিককালে, বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সমন্বিতভাবে প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের পথে যাত্রা শুরু করেছে। ২০১৮ সালে দেশ স্বল্পোন্নত অর্থনীতি হতে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবেশের প্রক্রিয়ায় উন্নত হয়েছে। এই অবস্থায়, মূল্য স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে না পারলে প্রবৃদ্ধির গতিশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভবপর হবে না। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন শুরু করার যথেষ্ট সুযোগ

রয়েছে, তবে তার আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রণীত নীতির বা সিদ্ধান্তের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এরপরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এই পদ্ধতিতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন শুরু করবে কি করবে না। মোট কথায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি তথ্যভিত্তিক সাংগঠনিক পুণর্গঠনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে যাতে করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি পরিষ্কার এবং বিশ্বাসযোগ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মর্যদা অর্জন করতে পারে। একই সাথে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভবিষ্যতের আউটপুট বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি অনুমান করার জন্য গতিশীল অর্থনৈতিক মডেলিং ব্যবহারপূর্বক ভবিষ্যতের মুদ্রাস্ফীতির হার পূর্বাভাসের সক্ষমতা থাকতে হবে।

তথ্যপঞ্জি

- Barnerd et al. (2015). "The Journey to Inflation Targeting: Easier Said than Done the Case for Transitional Arrangements along the Road", IMF Working Paper, WP/15/136.
- Choudhury, M. S. (2004). "Monetary Policy in Bangladesh – Should We Go for Inflation Targeting?", Institute of Bankers Bangladesh, Vol.51, No.2 December 2004, pp. 113 – 133.
- Foreign Exchange Policy and Intervention under Inflation Targeting in Thailand, Bank of Thailand, BIS Papers No. 73.
- Inoue et al. (2012). "Inflation Targeting in Korea, Indonesia, Thailand, and the Philippines: The Impact on Business Cycle Synchronization between Each Country and the World", IDE Discussion Paper No. 328, March 2012.
- Islam M. S. & Uddin M. T. (2011). "Inflation Targeting as the Monetary Policy Framework: Bangladesh Perspective", *Economia. Seria Management*, Volume 14, Issue 1, 2011.
- Ito, T. (2007). "The Role of Exchange Rate in Inflation Targeting", University of Tokyo, Pre-Conference Version, May 2007.
- Major Economic Indicators (Various Issues), Bangladesh Bank. (Available at: <https://www.bb.org.bd/pub/publicn.php#>).
- Malik, W. S. & Ahmed, A. M. (2007). "The Taylor Rule and the Macroeconomic Performance in Pakistan", Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) working paper no. 34, Islamabad, Pakistan.
- McCauley, R. N. (2012). "Understanding Monetary Policy in Malaysia and Thailand: Objectives, Instruments and Independence", BIS Papers No. 31.
- Mishkin, F. S. & Schmidt-Hebbel, K. (2007). "Does Inflation Targeting Make a Difference? ", National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No. 12876.
- Mishkin, F. S. (2004). "Can Inflation Targeting Work in Emerging Market Countries? ", National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No. 10646.
- Mishra, A. & Mishra, V. (2009). "Pre-conditions for Inflation Targeting in an Emerging Economy: the Case of India", Development Research Unit, Monash University, Discussion Paper 08-09.
- Monetary Policy and Sustainability the Case of Bangladesh, Inquiry Working Paper 15/02.
- Monthly Economic Trends (Various Issues), Bangladesh Bank. (Available at: <https://www.bb.org.bd/pub/publicn.php#>).
- Nakornthab, D. (2009). "Thailand's Monetary Policy since the 1997 Crisis", Kobe University Economic Review 55 (2009).